লটারি বাতিল, স্কুলে ভর্তি হবে পরীক্ষার ভিত্তিতে: শিক্ষামন্ত্রী

ছবি-সংগৃহীত

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১৬ মার্চ ২০২৬ | ১৯:৫৩

স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত লটারি পদ্ধতি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আগামী বছর (২০২৭ শিক্ষাবর্ষ) থেকে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

সোমবার বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। তবে সরকারের এ সিদ্ধান্তে অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলছেন, এ প্রক্রিয়া শুরু হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি নিয়ে ফের বাণিজ্য ফিরে আসার আশংকা রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা

পদ্ধতিতেও অনিয়ম ঠেকানোর সুযোগ কম। এছাড়া সারাদেশের ২০ হাজার স্কুল-কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নজরদারি করার মতো জনবলও সরকারের নেই। এছাড়া পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে প্রথম শ্রেণীতে স্কুলে ভর্তি হতে কোনো পরীক্ষা শিশুদের দিতে হয় না।

আজ বিকেলের সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সব শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে এটি খুব জটিল কোনো পরীক্ষা হবে না। ক্লাস ওয়ানে তো আর আমরা তাদের নিউরোসার্জন বানাতে যাচ্ছি না। খুব সাধারণ একটি পরীক্ষার মাধ্যমেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

ভর্তি পরীক্ষা চালু হলে কোচিং বাণিজ্য বা তদবির বাড়তে পারে–এমন আশঙ্কার বিষয় উড়িয়ে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, এখানে কোচিং করার কোনো সুযোগ থাকবে না। পরীক্ষাটি হবে খুবই সাধারণ। অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার মতে, লটারির মাধ্যমে ভর্তি কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় থাকা উচিত নয়।

একসময় দেশের স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা ছিল প্রচলিত নিয়ম। তখন শিশুদের অল্প বয়সেই কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হতো। কোচিং ও প্রাইভেটের ওপর নির্ভরতা বেড়ে যায় এবং ভর্তিকে ঘিরে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগও ছিল।

এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ২০১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে লটারির মাধ্যমে ভর্তি বাধ্যতামূলক করা হয়। পরে বেসরকারি বিদ্যালয়েও একই পদ্ধতি চালু হয়।
পরবর্তীতে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে সব শ্রেণিতেই লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হয় এবং এরপর থেকে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছিল।

তবে এখন আবার ভর্তি পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় শিক্ষাবিদদের একটি অংশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এতে শিশুদের ওপর অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা ও মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে এবং কোচিং-নির্ভরতা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিষয় : শিক্ষামন্ত্রী